দৈনিক বাংলা

তারিখ 3-1-JAN 1989
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 5

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

25

ডাকসুতে এবার ভোটার সংখ্যা প্রায় সাত হাজার বেশি

(খায়রুল আনোয়ার)

গত নির্বাচনের তুলনায় এবার ডাকসুতে ভোটার সংখ্যা প্রায় সাত হাজার বেড়েছে। ৮২ সালে ডাকসুতে ভোটার ছিলেন ১৭ হাজার তিনশ জন। আসন্ন নির্বাচনে ২৪ হাজার ২২৫ জন ছাত্রছাত্রী ভোটার। এবার ভোটার সংখ্যা

(শেষ পেঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

ডাকসু এবার

(১-এর পৃঃ পর)

বৃদ্ধির হার ৪১ শতাংশ।

এবার ডাকসুতে প্রার্থীর সংখ্যা অনেক কম। ডাকসুতে পদ বেড়েছে একটি। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

রোববার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন পর্যন্ত ৭৫ জন প্রার্থী ডাকসু নির্বাচন থেকে তাদের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেন। এখন ডাকসুতে মোট ২০টি পদে প্রার্থী হচ্ছেন ১৮৬ জন। গত নির্বাচনে ১৯টি পদে মোট ৩৯২ জন প্রার্থী ডাকসুতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

এবার ডাকসুতে পরিবহণ সম্পাদক নামে একটি নতুন সম্পাদকীয় পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

এবারের নির্বাচনে কর্মকর্তা পদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে। এ পদে প্রার্থী ১৫ জন।

এর পরই সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে ১৪ জন প্রার্থী হয়েছেন। সবচেয়ে কম প্রার্থী ছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদক পদে। এ পদে মাত্র ছয় জন ছাত্রী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার শেষে ডাকসুর নয়টি সদস্য পদের জন্যে প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬০ জন।

শেষ ডাকসু নির্বাচনে ভিপি এবং জিএস পদে প্রার্থীর সংখ্যা ছিল সমান। এ দুটি পদে ৩৩ করে প্রার্থী ছিলেন। ৮২ সালের নির্বাচনেও ছাত্রী মিলনায়তন সম্পাদক পদে প্রার্থিনীর সংখ্যা সবচেয়ে কম ছিল। উক্ত পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন মাত্র ১৩ জন ছাত্রী। শেষ ডাকসুতে নয়টি সদস্য পদে প্রার্থী ছিলেন ১৫৩ জন।

সংশ্লিষ্ট মহল জানান, উচ্চ শিক্ষার্থীর হার বৃদ্ধি এবং সেশন জটের কারণে ডাকসুতে ভোটার সংখ্যা এবার বেশি।